এইচ এস সি বাংলা ব্যকরণ

অধ্যায় ৮: বাক্য, বাক্য গঠন, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

[২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত]

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[দি. ১৭, ঢা. ০৩, ০৫, ১৪; রা. ০০, ০২, ১২, ১৪; চ. ০৫, ০৯, ১২; য. ০১, ০৫, ০৯, ১১, ১৪]

অথবা, বাক্য কাকে বলে? গঠনরীতি অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

[য. ১৭, কু. ১৭, ০১, ০৮, ১২; ব. ০১, ০৫, ১০, ১২, ১৪; সি. ০৭, ০৯]

অথবা, গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখো। [ব. ১৭]

উত্তর: "কোনো ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলে।"

"যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।"

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা :

ক. সরল বাক্য, খ. জটিল বা মিশ্র বাক্য এবং গ. যৌগিক বাক্য।

(ক) সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন :

পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। (এখানে 'পদ্মফুল' উদ্দেশ্য এবং 'জন্মে' বিধেয়)

রিয়া স্কুলে যায় (এখানে 'রিয়া' উদ্দেশ্য এবং 'যায়' বিধেয়)

(খ) জটিল বা মিশ্র বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'জটিল' বা 'মিশ্র বাক্য' বলে। যেমন :

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ড বাক্য।
যে পরিশ্রম করে–	সেই সুখ লাভ করে।
সে যে অপরাধ করেছে–	তা তার মুখ দেখেই বুঝেছি।
যিনি পরের উপকার করেন–	তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করেন।

যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরলবাক্য বা মিশ্রবাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয়পদ দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন :

তার টাকা আছে কিন্তু দান করেন না।

সে কাল আসবে এবং আমি যাবো।

তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। *[সি: : ২০০২]*

অথবা, বাক্যের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর : "কোনো ভাষায় সে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলে।"

যে সুবিন্যস্ত পদ সমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

অর্থানুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা :

১. বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য;

২. প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য;

৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য;

৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য;

৫. আবেগসূচক বাক্য।

এছাড়া আরও দুই প্রকার বাক্য রয়েছে।

(ক) কার্যকারণাত্মক বাক্য;

(খ) সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য।

১। **বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য** : যে বাক্যে কোনো কিছু বর্ণনা করা বোঝায় তাকে 'বর্ণনাত্মক বা নির্দেশাত্মক বাক্য' বলে। যেমন :

জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভারে অবস্থিত।

হৈমন্তীর বাবার নাম গৌরীশংকর বাবু।

বর্ণনাত্মক বাক্য বা নির্দেশাত্মক বাক্য দুই প্রকার :

(ক) অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক বাক্য এবং (খ) নেতিবাচক বা না-বোধক বাক্য।

২। **প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নাত্মক বাক্য** : যে বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বোঝায় তাকে 'অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য' বলে।

যেমন : কী পড়ছে? যাবে নাকি?

৩। **অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য** : যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, প্রভৃতি বোঝায় তাকে 'অনুজ্ঞা বা আদেশসূচক বাক্য' বলে। যেমন :

যা বলবে, সত্য বলবে।

দয়া করে কথা বন্ধ রাখো।

৪। **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য** : যে বাক্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা, আশীর্বাদ প্রভৃতি প্রকাশ পায় তাকে 'ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য' বলে।

যেমন :

তোমার মঙ্গল হোক।

তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক।

৫। **কার্যকারণত্মক বাক্য** : যে বাক্য কোনো কারণ বা শর্ত বোঝায় তাকে 'কার্যকারণাত্মক বাক্য' বলে।

যেমন :

পরীক্ষায় ভালো করতে হলে অবশ্যই পড়তে হবে।

দুঃখ বিনা জগতে সুখ লাভ করা যায় না।

৬। **সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য** : যে বাক্যে কোনো সন্দেহ, সংশয় কিংবা কোনো সম্ভাবনা প্রকাশ পায় তাকে 'সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য' বলে।

যেমন : হয়তো সুদিন আসবে।

হয়তো একদিন মানুষ বদলে যাবে।

৭। **বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য** : যে বাক্যে হর্ষ, বিষাদ, আনন্দ, বিস্ময়, বিহ্বল প্রভৃতি প্রকাশ পায় তাকে বিস্ময় বা আবেগসূচক বাক্য বলে।

যেমন : সে আজ যাবে!

অমন কথা মুখে আনলে কী করে!

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

অথবা, একটি সার্থক বাক্য গঠনের জন্য কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক–উদাহরণসহ আলোচনা করো। *[সকল বো. ১৮; ঢা. ০৪, ০৯, ১১; রা. ১৩, ০৮, ১০; ব. ০৬, ০৯, ১১; কু. ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৪; য. ০৩, ০৫, ০৮; চ. ১৭, ০২, ০৭, ১১; সি. ০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৪; দি. ১০, ১২, ১৪]*

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যথা :

১. আকাঙ্ক্ষা, ২. আসত্তি এবং ৩. যোগ্যতা।

১। **আকাঙ্ক্ষা** : বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছে তা-ই আকাঙ্ক্ষা।

যেমন : 'চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে–" এটুকু বললে বাক্যটিতে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। আরো কিছু শোনার ইচ্ছে হয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, "চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে–" তাহলে বক্তার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয় এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২। **আসত্তি** : বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে 'আসত্তি' বলে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়।

যেমন : কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত কবি ছিলেন। বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

কিন্তু যদি বলা হয়, নজরুল বিখ্যাত ছিলেন কবি কাজী ইসলাম, তাহলে বাক্যটির 'আসত্তি' সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস বাক্যের জন্য অপরিহার্য।

৩। **যোগ্যতা** : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নামই 'যোগ্যতা'। অর্থাৎ অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় থাকতে হবে। যদি বলা হয় 'মাছেরা আকাশে উড়ে' তাহলে বাক্যটি যোগ্যতা হারাবে। কেননা বাক্যটিতে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় রক্ষিত হয় না। কিন্তু 'পাখিরা আকাশে ওড়ে' এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য।

বাক্যান্তর কর
বাক্য পরিবর্তন

(২০০০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত)

বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না করে এক শ্রেণির বাক্যকে অন্য শ্রেণির বাক্যে পরিবর্তিত করাকে 'বাক্যান্তর' বা 'বাক্য পরিবর্তন' বলে।

নির্দেশ অনুসারে বাক্যে রূপান্তর করো।

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত যৌগিক বাক্যগুলোকে সরল বাক্যে পরিণত কর। [চ. ০৪, রা. ০৮, ০২, সি. ০৮]

উত্তর : নিচে যৌগিক বাক্যগুলোকে সরল বাক্যে পরিণত করে দেখানো হলো :

যৌগিক : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

সরল : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিলেও বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।

যৌগিক : আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

সরল : আমি বর বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

যৌগিক : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলো।

সরল : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হইলেও তাহা ছিল স্বভাবের ষোলো।

যৌগিক : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল।

সরল : তোমাকে এই কটি দিন মাত্র জানা সত্ত্বেও, তোমার হাতেই ও রহিল।

প্রশ্ন : নিচের অংশটুকু অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [বিলাসী : ব. ০১]

তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ?

উত্তর : তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী তাহা জানিতে চাই। তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিবার সাধ নাই এ কথা তাহাদের বোঝা উচিত। তাহাদের ঘরে স্ত্রী আছে কিনা, তাহারা পাষাণ কিনা জানিতে চাই।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০০]

	উত্তর :
১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	১. যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
২. অনেকের জীবনে প্রথমে দুঃখ আসে, পরে সুখ আসে।	২. অনেকের জীবনে দুঃখের পরে সুখ আসে।
৩. বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই। (যৌগিক)	৩. তিনি বিদ্বান বটে, কিন্তু নিরহঙ্কারী।
৪. মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক)	৪. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।
৫. এ জন্যই তোমাকে সবাই প্রিয়ংবদা না বলে পারে না।(অস্তিবাচক)	৫. এ জন্যই তোমাকে সবাই প্রিয়ংবদা বলে।
৬। বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী তা জানতে চাই। (প্রশ্নবোধক)	৬. বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কী?
৭. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (জটিল)	৭. সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৮. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)	৮. বিপদ এবং দুঃখ এক সঙ্গেই আসে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ০০]

	উত্তর :
১. আমারও ইঁহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। (নেতিবাচক)	১. আমারও ইঁহাদের উপর সহোদর স্নেহ যে নেই তা নয়।
২. এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না। (অস্তিবাচক)	২. এসব কথা সে মুখে আনিতে অপারগ।
৩. পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না। (প্রশ্নসূচক)	৩. পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা কি করা যায়?
৪. তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)	৪. তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানা সত্ত্বেও, তোমার হাতেই ও রহিল।
৫. পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। (জটিল)	৫. যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে পৃথিবীতে সব কিছুই করা সম্ভব।
৬. সে অনেক চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছে। (যৌগিক)	৬. সে অনেক চেষ্টা করেছে, তাই সাফল্য লাভ করেছে।
৭. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। (অস্তিবাচক)	৭. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০০]

	উত্তর :
১. যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। (সরল)	১. তিনি বিদ্বান হলেও নিরহঙ্কারী।
২. যে মিথ্যা কথা বলে তাকে কেউ ভালোবাসে না। (সরল)	২. মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না।
৩. কোথাও ধার পেলাম না বলে তোমার কাছে এসেছি। (সরল)	৩. কোথাও ধার না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
৪. যদি পাস করতে চাও, তাহলে পড়। (সরল)	৪. পাস করতে চাইলে পড়ো।
৫. আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল)	৫. তোমাকে দেয়ার মতো আমার কিছু নেই।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০০]

	উত্তর :
১. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক)	১. সরস্বতী কি বর দেবেন না?
২. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)	২. তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না।
৩. সে দরিদ্র বটে, কিন্তু সত্যবাদী। (জটিল)	৩. যদিও তিনি দরিদ্র তথাপি তিনি সত্যবাদী।
৪. যারা জ্ঞানী, তারা সত্যিকার ধনী। (সরল)	৪. জ্ঞানীরাই সত্যিকার ধনী।
৫. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)	৫. শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!
৬. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না। (অস্তিবাচক)	৬. সে একটু বিস্মিত হলো।
৭. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। (নেতিবাচক)	৭. সন্দেহ থাকে না যে, তুলসী গাছটির কেউ যত্ন নিচ্ছে।
৮. শত্রুতা অনেকের সঙ্গেই থাকে, বন্ধুত্ব থাকে কম মানুষের সঙ্গে। (সরল)	৮. অনেকের সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও বন্ধুত্ব থাকে কম মানুষের সঙ্গে।
৯. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত কি এগিয়ে আসে? (না-বোধক নির্দেশাত্মক)	৯. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না।
১০. আমরা বাধা দিতে পারলাম না। (অস্তিবাচক)	১০. আমরা বাধা দিতে অক্ষম ছিলাম।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০১]

	উত্তর :
১. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবোধক)	১. সকলেই কি ভুল করে?
২. আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল)	২. আমি সেই ব্যক্তি যে এ সাক্ষী চাই না।
৩. যে ভিক্ষা চায় তাকে দান কর। (সরল)	৩. ভিক্ষুককে দান কর।
৪. যখন বিপদ আসে তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)	৪. বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।
৫. তোমার নাম কী? (অনুজ্ঞাসূচক)	৫. তোমার নাম বলো।
৬. আমারও এদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। (নেতিবাচক)	৬. আমারও এদের উপর সহোদর স্নেহ যে নেই তা নয়।
৭. যে রক্ষক সেই ভক্ষক (সরল)	৭. রক্ষকই ভক্ষক।
৮. তারা যাবে না কোথাও। (অস্তিবাচক)	৮. তারা এখানেই থাকবে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০১]

	উত্তর :
১. ঈদের ছুটিতে আমরা বাড়ি যাব। (জটিল)	১. যখন ঈদের ছুটি হবে, তখন আমরা বাড়ি যাব।
২. অন্ধকে আলো দাও। (জটিল)	২. যে অন্ধ, তাকে আলো দাও।
৩. যারা দেশপ্রেমিক, তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)	৩. দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।
৪. তুমি আসবে এবং আমি যাব। (সরল)	৪. তুমি এলে আমি যাব।
৫. ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবোধক)	৫. ফুল কে না ভালোবাসে?
৬. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	৬. দৃশ্যটি কী সুন্দর!
৭. বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)	৭. বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০১]

	উত্তর :
১. ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা। (সরল)	১. ইন্দ্রের ঐরাবতের মতোই আমার পদ্মা।
২. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক)	২. সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৩. দোষ স্বীকার কর, তোমাকে শাস্তি দিব না। মিশ্র)	৩. তুমি যদি দোষ স্বীকার করো, তাহলে তোমাকে শাস্তি দিব না।
৪. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	৪. যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
৫. লক্ষ্মী বর দেবেন না। (প্রশ্নসূচক)	৫. লক্ষ্মী কি বর দেবেন?
৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করো।
৭. ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়বোধক)	৭. কী অপূর্ব ত্যাগের মহিমা।
৮. উপায়ন্তর না থাকলে দেশান্তরে যেতে হবে। (না-বোধক)	৮. উপায়ন্তর না থাকলে দেশে থাকা হবে না।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ০১]

	উত্তর :
১. সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্বার রথ চালনা করিল। (চলিত)	১. সারথি ভূপতির আদেশ পেয়ে পুনরায় রথ চালনা করল।
২. কেহ কহিয়া দিতেছে না। (অস্তিবাচক)	২. সকলেই কহিয়া দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে।
৩. তিনি দরিদ্র হলেও ভদ্র। (যৌগিক)	৩. তিনি দরিদ্র, কিন্তু ভদ্র।
৪. এ জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা বলে (নেতিবাচক)	৪. এ জন্যই তোমাকে সকলে প্রিয়ংবদা না বলে পারে না।
৫. আমার নিবাস নেই। (জটিল)	৫. আমি এমন ব্যক্তি যার কোনো নিবাস নেই।
৬. তোমার যিনি বাপ তার নাম কী? (সরল)	৬. তোমার বাপের নাম কী?
৭. পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? (নেতিবাচক)	৭. পুলিশের লোকেরা জানিবার কোনো উপায় নাই।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০১]

	উত্তর :
১. লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে। (সরল)	১. লোভ পরিত্যাগ করলে তুমি সুখে থাকবে।
২. পড়াশোনা করলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে। (যৌগিক)	২. পড়াশোনা কর, জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

৩. দোষ করেছো অতএব শাস্তি পাবে। (মিশ্র)	৩. যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।
৪. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	৪. কোনো মানুষ অমর নয়।
৫. এমন লোক নেই যিনি দেশকে ভালোবাসেন না। (অস্তিবাচক)	৫. সকলেই দেশকে ভালোবাসেন।
৬. পিতা যখন আছেন তখন পুত্রকে খোঁজ কেন? (যৌগিক)	৬. পিতা আছেন, সুতরাং পুত্রকে খোঁজ কেন?
৭. শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবোধক)	৭. তাঁর বাবা কি শৈশবে মারা যাননি?
৮. টাকায় কি সবই হয়? (নেতিবাচক)	৮. টাকায় হয় না এমন কিছু আছে কি?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০২]

	উত্তর :
১. তিনি ধনী হয়েও অসুখী ছিলেন। (নেতিবাচক)	১. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না।
২. রহিমের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)	২. রহিম অসুস্থ।
৩. তুমি ধনী কিন্তু উদার নও। (জটিল)	৩. যদিও তুমি ধনী, তথাপি তুমি উদার নও।
৪. অল্পলোকই বেদের অর্থ বুঝতো। (নেতিবাচক)	৪. অনেকেই বেদের অর্থ বুঝতো না।
৫. দয়া করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)	৫. দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।
৬. সে মরবে, তবুও একথা বলবে না। (জটিল)	৬. যদি তার মৃত্যুও হয় তবুও একথা বলবে না।
৭. তাদের যে দৃষ্টি তাতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব। (সরল)	৭. তাদের দৃষ্টিতে সামান্য বিস্ময়ের ভাব।
৮. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। (প্রশ্নবাচক)	৮. এ কথা কোনো বাপ কি ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ০২]

	উত্তর :
১. দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে। (জটিল)	১. যারা দেশপ্রেমিক, তারা দেশকে ভালোবাসে।
২. পৃথিবীতে অবাস্তব বলে কিছুই নেই। (অস্তিবাচক)	২. পৃথিবীর সব কিছুই বাস্তব।
৩. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)	৩. আহা! শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট।
৪. তোমার এ রূপ ব্যবহার উচিত হয় নি। (অস্তিবাচক)	৪. তোমার এ রূপ ব্যবহার অনুচিত।
৫. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)	৫. আজকাল কোনো জিনিসই সহজে লাভ করা যায় না।
৬. আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। (সরল)	৬. আমার কথা বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
৭. পরিশ্রম কর তবে ফল পাবে। (মিশ্র)	৭. যদি পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ব. ০২]

	উত্তর :
১. ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (মিশ্র)	১. যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)	২. বুদ্ধিহীনেরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
৩. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)	৩. মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।
৪. আমি বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি। (যৌগিক)	৪. আমি বহু কষ্ট করেছি এবং শিক্ষা লাভ করেছি।
৫. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)	৫. বিপদ এবং দুঃখ একসাথে আসে।
৬. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না। (মিশ্র)	৬. যদিও তার টাকা আছে, তবুও তিনি দান করেন না।
৭. যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান হয়। (সরল)	৭. মাংসভোজী পশুরা অত্যন্ত বলবান হয়।
৮. ভিক্ষুককে দান করো। (মিশ্র)	৮. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ব. ০২]

	উত্তর :
১. যা বার্ধক্য তা সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	১. বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
২. পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়। (জটিল)	২. যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, সে ব্যক্তি সুখী হয়।
৩. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)	৩. তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।
৪. কেহ কহিয়া দিতেছে না। (অস্তিবাচক)	৪. সবাই কহিয়া দেওয়া হইতে বিরত থাকিতেছে।

৫. জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক) — ৫. জন্মভূমিকে কে না ভালোবাসে?
৬. এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক) — ৬. এতে দোষের কী আছে?
৭. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) — ৭. সকলে দেশ সেবা করো।
৮. সে কাল আসলে আমি যাব। (জটিল) — ৮. যদি সে কাল আসে, তাহলে/তবে আমি যাব।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০২]

উত্তর :

১. লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক) — ১. লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অভদ্র নয়।
২. সে নিরপরাধ, অতএব সে মুক্তি পাবে। (জটিল) — ২. যেহেতু সে নিরপরাধ, সেহেতু সে মুক্তি পাবে।
৩. এত সাধনা করলাম কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল) — ৩. এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
৪. সৎলোক কখনো মিথ্যার সাথে আপস করে না। (জটিল) — ৪. যে সৎলোক, সে কখনো মিথ্যার সাথে আপস করে না।
৫. ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী। (সরল) — ৫. ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।
৬. শহীদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক) — ৬. শহীদেরা অমর।
৭. দুর্জনকে দূরে রেখো। (অনুজ্ঞাসূচক) — ৭. দুর্জনের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০২]

উত্তর :

১. আমি তোমাকে কিছুই দেব না। (অস্তিবাচক) — ১. তোমাকে কিছু দেওয়া থেকে আমি বিরত থাকব।
২. বাঙালির আত্মজাগরণ অভিনন্দনের দাবি রাখে। (জটিল) — ২. যা অভিনন্দনের দাবি রাখে, তা বাঙালির আত্মজাগরণ।
৩. যদি সাফল্য চাও তাহলে পরিশ্রম কর। (যৌগিক) — ৩. পরিশ্রম কর এবং সাফল্য অর্জন কর।
৪. তুমি আবার এসো। (নেতিবাচক) — ৪. তুমি আবার না আসলে হবে না।
৫. শুধু তোমার কথায় এমন কাজ করা যায় না। (প্রশ্নবোধক) — ৫. শুধু তোমার কথায় এমন কাজ করা যায় কি?
৬. সে আর আসবে না। (অস্তিবাচক) — ৬. সে আবার আসা থেকে বিরত থাকবে।
৭. সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। (বিস্ময়সূচক) — ৭. কী অন্ধকার ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যার পর!
৮. ধার্মিকেরা সুখী। (জটিল) — ৮. যারা ধার্মিক, তারা সুখী।

প্রশ্ন : অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [সি. ২০০২, ঢা. ০৬]

উত্তর :

১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। — ১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে অপারগ ছিল।
২. দেবার্চনার কথা কোনো দিন তিনি চিন্তাও করেন নাই। — ২. দেবার্চনার কথা সর্বদা তার চিন্তাবহির্ভূত ছিল।
৩. না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই। — ৩. হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাইরে আছেন।
৪. এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। — ৪. আমার অন্তঃপুর এরূপ রূপবতী রমণী বিবর্জিত।
৫. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। — ৫. মানুষটা সমস্ত রাত অনাহারে থাকবে।

প্রশ্ন : নিচের নেতিবাচক বাক্যগুলোর প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [চ. ০৩]

উত্তর :

১. সরস্বতী বর দেবেন না। — ১. সরস্বতী বর দেবেন কি?
২. তাদের সে জ্বালা নাই। — ২. তাদের সে জ্বালা আছে কি?
৩. তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনি নাই। — ৩. তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাস কখনো শুনিয়াছ কি?
৪. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। — ৪. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?
৫. অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। — ৫. অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা পাওয়া গেছে কি?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৩]

উত্তর :

১. শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবোধক) — ১. শৈশবে কি তাঁর বাবা মারা যান?
২. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক) — ২. মানুষ অমর নয়।

৩. সৎ ব্যক্তি বলে সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে। (যৌগিক)	৩. তিনি সৎ ব্যক্তি, এজন্য সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।
৪. তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হব না কেন? (সরল)	৪. তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন?
৫. ধনের ধর্মই অসাম্য। (যৌগিক)	৫. ধনের ধর্ম যা, তা অসাম্য।
৬. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবোধক)	৬. মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
৭. এতে দোষ কি? (নেতিবাচক)	৭. এতে দোষ নেই।
৮. হৈম তার অর্থ বুঝল না। (অস্তিবাচক)	৮. হৈমর কাছে তার অর্থ অবোধ্য রইল।

প্রশ্ন : অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচকে এবং নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচকে রূপান্তর করো। [রা. ০৩]

	উত্তর :
১. আপনি আমায় অবিশ্বাস করছেন।	১. আপনি আমায় বিশ্বাস করছেন না।
২. ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।	২. ওরা কি তোমাকে পাঠায় নি?
৩. সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়।	৩. সে সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট।
৪. আমি অন্য ঘরে যাব না।	৪. আমি এই ঘরে থাকব।
৫. খুব সময়মতো এসে পড়েছি।	৫. একেবারেই অসময়ে এসে পড়ি নি।
৬. একে আমি মরতে দিব না।	৬. একে আমি বাঁচিয়ে রাখব।
৭. আদরের দেমাক করিস না।	৭. আদরের দেমাক করা থেকে বিরত হও।
৮. আরও দুবার ফোন করেছি।	৮. দুবারের কম ফোন করি নি।

প্রশ্ন : নিচের জটিল বাক্যগুলোকে সরল বাক্যে রূপান্তর করো। [কু. ০৩]

	উত্তর :
১. কেহ কহিয়া দিতেছে না তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।	১. কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।
২. যদি কার্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।	২. কার্যক্ষতি না হইলে তথায় গিয়া অতিথি সৎকার করুন।
৩. ইহারা যে রূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।	৩. ইহাদের মত রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।
৪. শরাসনে যে শর সংহতি করিয়াছে, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন।	৪. শরাসনে সংহত শরের আশু প্রতিসংহার করুন।
৫. তুমি নবমালিকা, কুসুমকোমল, তথাপি তোমার আলবাল জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।	৫. তুমি নবমালিকা, কুসুমকোমলা, হওয়া সত্ত্বেও তোমার আলবাল জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ব. ০৪]

	উত্তর :
১. সৌরভের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)	১. সৌরভের স্বাস্থ্য খারাপ।
২. আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)	২. আজকাল কোনো জিনিসই সহজলভ্য নয়।
৩. এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)	৩. এতে কি দোষ নেই?
৪. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	৪. দেশের সেবা করো।
৫. শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)	৫. শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!
৬. যা বার্ধক্য তা বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	৬. বার্ধক্যকে বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।
৭. সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল)	৭. যদি তার মৃত্যুও হয়, তবুও একথা বলবে না।
৮. দয়া করে সব কথা খুলে বলুন। (যৌগিক)	৮. দয়া করুন এবং সব কথা খুলে বলুন।
৯. ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (মিশ্র)	৯. যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৪]

	উত্তর :
১. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	১. যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
২. এতে দোষ কি! (নেতিবাচক)	২. এতে দোষ নেই। [চ. ০৭]
৩. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	৩. মন দিয়ে লেখাপড়া কর।
৪. সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি। (যৌগিক)	৪. সত্য কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
৫. ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	৫. যারা ছাত্র তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।
৬. সেই বাঁশির সুর ভারি মিষ্টি। (বিস্ময়সূচক)	৬. আহ্! ভারি মিষ্টি সেই বাঁশির সুর।
৭. হৈম তার অর্থ বুঝল না। (অস্তিবাচক)	৭. হৈমর কাছে তার অর্থ অবোধ্য রইল।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৪]

	উত্তর :
১. না মহারাজ, তিনি আশ্রমে নাই। (অস্তিবাচক)	১. হাঁ মহারাজ, তিনি আশ্রমের বাইরে আছেন।
২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছ। (নেতিবাচক)	২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
৩. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক)	৩. সরস্বতী বর দেবেন কি?
৪. তাহারা কি পাষাণ? (নেতিবাচক)	৪. তাহারা পাষাণ নয়।
৫. জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশক)	৫. জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।
৬. আমি তোমাকে নিতে এসেছি। (জটিল)	৬. আমি তোমাকে নেব বলে এসেছি।
৭. যারা ভালো ছেলে, তারা গুরুজনের কথা মেনে চলে। (সরল)	৭. ভালো ছেলেরা গুরুজনের কথা মেনে চলে।
৮. যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক)	৮. সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [ঢা. ০৬]

	উত্তর :
১. লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)	১. যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তাহলে সুখে থাকবে।
২. বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)	২. তিনি বিদ্বান, কিন্তু অহংকার নেই।
৩. আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার মঙ্গল হবে। (সরল)	৩. আমার কথা বিশ্বাস করলে তোমার মঙ্গল হবে।
৪. শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)	৪. শাহানার স্বাস্থ্য খারাপ নয়।
৫. মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (অস্তিবাচক)	৫. মিথ্যাবাদীকে সকলেই অপছন্দ করে।
৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞা)	৬. মন দিয়ে লেখাপড়া করিও।
৭. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	৭. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হলো।
৮. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবাচক)	৮. সকলেই কি ভুল করে?

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৬]

	উত্তর :
১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।
২. বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই। (যৌগিক)	২. তিনি বিদ্বান, কিন্তু অহঙ্কার নেই।
৩. সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	৩. সরস্বতী বর দেবেন কি?
৪. পরিশ্রমী লোকই সাফল্য লাভ করে। (জটিল)	৪. যারা পরিশ্রমী লোক, তারাই সাফল্য লাভ করে।
৫. পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতে থাকিল। (নেতিবাচক)	৫. পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ রইল না।
৬. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)	৬. বুদ্ধিহীনরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
৭. একলা যেতে ভয় করবে না তো? (অস্তিবাচক)	৭. একলা যেতে ভয় করবে কিনা জানতে চাই।
৮. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	৮. সকলেই দেশের সেবা করবে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৭]

	উত্তর :
১. সে মরবে, তবুও একথা বলবে না। (মিশ্র)	১. যদিও সে মরবে তবুও একথা বলবে না।
২. রহিমের স্বাস্থ্য ভালো নয়। (অস্তিবাচক)	২. রহিমের স্বাস্থ্য খারাপ।
৩. লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক)	৩. লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অভদ্র নয়।
৪. এত সাধনা করলাম, কিন্তু তোমার মন পেলাম না। (সরল)	৪. এত সাধনা করেও তোমার মন পেলাম না।
৫. দেশের সেবা করা সকলের কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	৫. সকলে দেশ সেবা করো।
৬. এতে দোষ কী? (নেতিবাচক)	৬. এতে দোষ নেই।
৭. শৈশবে তাঁর বাবা মারা যান। (প্রশ্নবাচক)	৭. তাঁর বাবা কি শৈশবে মারা যান?
৮. সুসংবাদটা পেয়ে সে আনন্দিত হলো। (জটিল)	৮. যখন সে সুসংবাদটা পেল তখন সে আনন্দিত হলো।
৯. যদি পড়াশোনা না কর তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (যৌগিক)	৯. পড়াশোনা কর নইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশানুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৭]

	উত্তর :
১. কেহ কহিয়া না দিলেও তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। (জটিল)	১. কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে।
২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। (নেতিবাচক)	২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
৩. তাদের সে জ্বালা নাই। (প্রশ্নবাচক)	৩. তাহাদের সে জ্বালা আছে কি?
৪. ওকে চেনাই যায় না। (অস্তিবাচক)	৪. ওকে চেনাই দায়।
৫. হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল। (নেতিবাচক)	৫. হৈমন্তী কোনো কথা কহিল না।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [চ. ০৭]

	উত্তর :
১. সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।	১. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।
২. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।	২. সে একটু বিস্মিতই হয়।
৩. গাছটি উপড়ানোর জন্য কারো হাত এগিয়ে আসে না।	৩. গাছটি উপড়ানোর ব্যাপারে সবাই নীরব রইল।
৪. হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।	৪. তার যাত্রা হয়তো এখনো বাকি আছে।
৫. হিন্দু রীতিনীতি এদের তেমন ভালো জানা নেই।	৫. হিন্দু রীতিনীতি এদের অনেকটাই অজানা।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো। [ঢা. ০৮]

	উত্তর :
১. কেহ কহিয়া দিতেছে না। (অস্তিবাচক)	১. সকলেই নীরব থাকিতেছে।
২. প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। নেতিবাচক)	২. প্রিয়ংবদা অযথার্থ কহে নাই।
৩. বরফ গলিল না। (অস্তিবাচক)	৩. বরফ অগলিত রইল।
৪. হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল। (নেতিবাচক)	৪. হৈমন্তী কোনো কথা বলিল না।
৫. পুলিশের লোক জানিবে না। (প্রশ্নবোধক)	৫. পুলিশের লোক জানিবে কি?

প্রশ্ন : নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [কু. ০৮]

	উত্তর :
১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।	১. হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।
২. এসব কথা সে মুখে আনিতে পারিত না।	২. এসব কথা মুখে আনা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।
৩. সে একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না।	৩. সে একটু বিস্মিত হলো।
৪. হয়তো তার যাত্রা শেষ হয় নাই।	৪. হয়তো তার যাত্রা এখনো চলছে।
৫. তাতে সমাজজীবন চলে না।	৫. তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [রা. ০৮]

	উত্তর :
১. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না। (প্রশ্নবাচক)	১. এ কথা কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত কি?
২. ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	২. যারা ছাত্র তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।
৩. এতে দোষ কি? (নেতিবাচক)	৩. এতে দোষ নেই।
৪. এটা নিঃসন্দেহ যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ। (নেতিবাচক)	৪. এটা সন্দেহ থাকে না যে তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।
৫. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। (অস্তিবাচক)	৫. এ অবস্থায় কেউ কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব।
৬. তোমার এই কটা দিন মাত্র জানিলাম, তবু তোমার হাতেই ও রহিল। (সরল)	৬. তোমাকে এই কটা দিন মাত্র জানা সত্ত্বেও তোমার হাতেই ও রহিল।
৭. তোর নাম কী? (অনুজ্ঞাসূচক)	৭. তোর নাম বল।
৮. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	৮. দৃশ্যটি কী সুন্দর।
৯. যে রক্ষক সেই ভক্ষক। (সরল)	৯. রক্ষকই ভক্ষক হয়।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [সি. ০৮]

	উত্তর :
১. এ আশ্রম মৃগ, বধ করিবেন না। (অস্তিবাচক)	১. এ আশ্রম মৃগ, বধ করা হইতে বিরত হউন।
২. আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। (নেতিবাচক)	২. আমারও যে ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ নাই তাহা নহে।
৩. আমি ছিলাম বর, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল। (সরল)	৩. আমি বর ছিলাম বলে বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
৪. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয় নাই। (প্রশ্নবোধক)	৪. আমাদের মানসিক দাসত্ব মোচন হয়েছে কি?
৫. কারো মুখে কোনো কথা সরে না। (অস্তিবাচক)	৫. সকলেই চুপ করে রইলো।

প্রশ্ন : নিচের অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [দি. ০৯]

	উত্তর :
১. হৈম ইহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।	১. হৈম ইহার অর্থ বুঝিল না।
২. সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে দেখাইত।	২. সে বাপকে যত চিঠি লিখিত আমাকে না দেখাইয়া পারিত না।
৩. দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাহার অনাস্থা ছিল।	৩. দেশের প্রচলিত ধর্মকর্মে তাহার আস্থা ছিল না।
৪. এটি নিঃসন্দেহ যে কেউ তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে।	৪. এটি সন্দেহ থাকে না যে, তুলসী গাছটির যত্ন নিচ্ছে কেউ।
৫. তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে।	৫. তাতে সমাজজীবন চলে না।

প্রশ্ন : নিচের অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করো। [য. ১১, ০৯]

	উত্তর :
১. যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন করি।	১. যখনকার সরকার তখনকার হুকুম পালন না করে পারি না।
২. আজ ঐ গ্রামটাকে শায়েস্তা করতে হবে।	২. আজ ঐ গ্রামটাকে শায়েস্তা না করলেই নয়।
৩. আত্মরক্ষা করতেই যাব।	৩. আত্মরক্ষা করতে না গিয়ে পারব না।
৪. সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা দিতে হয়।	৪. সপ্তাহে একদিন তাকে থানায় হাজিরা না দিলে চলে না।
৫. একটি বাঁশ উধাও হয়ে গেছে।	৫. একটি বাঁশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : নিচের বাক্যগুলোকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো। [কু. ১১]

	উত্তর :
১. আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল)	১. তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।
২. দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	২. দৃশ্যটি কী সুন্দর!
৩. দয়া করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)	৩. দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।
৪. সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল)	৪. যদি তার মৃত্যুও হয়, তবুও একথা বলবে না।
৫. শহীদের মৃত্যু নেই। (অস্তিবাচক)	৫. শহীদেরা অমর।
৬. মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	৬. মানুষ অমর নয়।
৭. দেশের সেবা করবে। (নির্দেশাত্মক)	৭. দেশের সেবা করা কর্তব্য।
৮. তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)	৮. তুমি দীর্ঘজীবী হও।

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
তাদের ঘুম এখনও ভাঙেনি। (অস্তিবাচক)	তারা এখনও ঘুমিয়ে আছে।	[ঢা. '১৬]
ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবাচক)	ওরা কি আগামীকাল আসবে না?	[ঢা. '১৭, '১৬]
মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (জটিল)	এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে তার মাতৃভূমিকে ভাল বাসে না।	[ঢা. '১৬]
এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক)	এখানে না এসে পারলাম না।	[ঢা. '১৬]
জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকানো প্রয়োজন। (অনুজ্ঞাবাচক)	জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকাও।	[ঢা. '১৬]
যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)	নির্বোধরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।	[ঢা. ১৬]
বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হবে। (জটিল)	যখন বৃষ্টির অভাব, তখন ফসল নষ্ট হবে।	[ঢা. '১৬]
মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মরণ করা উচিত। (যৌগিক)	তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ, সুতরাং তাঁদের স্মরণ করা উচিত।	[ঢা. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। (জটিল)	যে ফরিয়াদি, সে প্রসন্ন গোয়ালিনী।	[কু. '১৬]
অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন। (যৌগিক)	অনুগ্রহ করুন এবং সব খুলে বলুন।	[কু. '১৬]
মানুষটা আজ রাতে খেতে পাবে না। (প্রশ্নবাচক)	মানুষটা আজ রাত খেতে পাবে কি?	[কু. '১৬]
ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য। (সরল)	ধর্ম আমাদের ইসলাম হলেও/হইলেও প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য।	[কু. '১৬]
বাড়িটা তারা দখল করেছে। (নেতিবাচক)	বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।	[কু. '১৬]
এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	এখনই ডাক্তার ডাকো।	[কু. '১৬]
দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক)	দেখি সে বিছানায় অনুপস্থিত।	[ব, ১৭, কু. '১৬]
মুক্তবাতাসে খুব ভালো লাগছে। (বিস্ময়বাচক)	আহ্, মুক্তবাতাসে কী ভালো লাগছে!	[কু. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক)	শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।	[রা. '১৬]
এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিবাচক)	এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।	[রা. '১৬]
নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানাই। (অনুজ্ঞাসূচক)	নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।	[রা. '১৬]
পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। (বিস্ময়বাচক)	ওহ্, কী ভয়াবহ ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা!	[রা. '১৬]
রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (জটিল)	যেটি রচনা তাতে সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত।	[রা. '১৬]
তিনি আর নেই। (যৌগিক)	তিনি ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই।	[ব, ১৭, রা. '১৬]
যেসব পশু মাংস খায়, তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল)	মাংসাশী পশু বলবান।	[রা. '১৬]
বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)	বাংলাদেশের চিরস্থায়ী হোক।	[রা. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক)	হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।	[য. '১৬]
সরস্বতি বর দেবেন না। (প্রশ্নবাচক)	সরস্বতী বর দেবেন কি?	[দি. ১৭, য. ১৭, '১৬]
ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)	যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।	[য. '১৬]
দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)	বাহ্, দৃশ্যটি কী সুন্দর!"	[দি. ১৭, ব. ১৭, য. ১৭, '১৬]
বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)	তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।	[দি. ১৭, রা. ১৭, য. '১৬]
শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)	শাহানার স্বাস্থ্য খারাপ/মন্দ নয়।	[য. '১৬]
কী ভয়ংকর ঘটনা। (নির্দেশাত্মক)	ঘটনাটি ভয়ংকর।	[য. '১৬]
যদি সাফল্য চাও তাহলে পরিশ্রম কর। (যৌগিক)	পরিশম কর এবং সাফল্য লাভ কর।	[য. ১৭]
বিপদে অধির হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে অধীর হবেন না।	[য. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক)	দেশের সেবা করো। [ব. ১৭, কু. ১৭, ঢা. ১৭, চ. '১৬]
শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)	আহ্, শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট। [চ. '১৭, ১৬]
আমি এ সাক্ষী চাই না। (জটিল)	যে সাক্ষী এমন, তাকে আমি চাই না। [চ. '১৬]
সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ। (যৌগিক)	যেহেতু সত্য কথা বলোনি, তাই বিপদে পড়েছ। [চ. '১৬]
যা বার্ধক্য, তাকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল)	বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। [দি. ১৭, চ. '১৬]
আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল। (নেতিবাচক)	আমার বুকের ভেতরটা হু হু করিয়া উঠিল না এমন নয়। [চ. '১৬]
আমরা বাধা দিতে পারলাম না। (অস্তিবাচক)	আমরা বাধা দিতে অপারগ ছিলাম। [চ. '১৬]
তার নাম রেশমা। (জিজ্ঞাসাসূচক)	তার নাম কি রেশমা? [চ. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান, তাদের মৃত্যু নেই। [সি. '১৬]
ছেলেটি অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। (যৌগিক)	ছেলেটি অসুস্থ তাই অনুপস্থিত। [সি. '১৬]
যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয়। (সরল)	পরিশ্রমীরাই সফল হয়। [ব. ১৭, সি. '১৬]
বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। (নেতিবাচক)	বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না। [সি. '১৬]
তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক)	তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী। [দি. ১৭, সি. '১৬]
মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে না। (প্রশ্নবাচক)	মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি? [সি. '১৬]
এটি ভারি লজ্জার কথা (বিস্ময়সূচক)	ছিঃ ছিঃ, এটি কী লজ্জার কথা! [সি. '১৬]
দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক)	দেশের সেবা করো। [সি. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর
মরতে তো একদিন হবেই। (প্রশ্নবাচক)	একদিন কি মরতে হবে না? [ব. '১৬]
দয়া করে কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)	দয়া করে কিছু বলা ঠিক হবে না। [ব. '১৬]
বিপদে অধির হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপদে অধীর হবেন না। [ব. '১৬]
লোকটি গরীব কিন্তু সৎ। (জটিল)	যদিও লোকটি গরীব, তথাপি লোকটি সৎ। [ব. '১৬]
যে পরিশ্রম করে, সে সুখী হয়। (সরল)	পরিশ্রমী ব্যক্তিই সুখী হয়। [ব. '১৬]
মাতৃভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)	মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে। [ঢা. ১৭, ব. '১৬]
যদিও তুমি ধনী, তথাপি তুমি কৃপণ। (যৌগিক)	তুমি ধনী, কিন্তু কৃপণ। [ব. '১৬]
সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)	সে সব কিছুতেই অসন্তুষ্ট। [ব. '১৬]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করেন। (জটিল)	যাঁরা শিক্ষিত লোক, তাঁদের সবাই শ্রদ্ধা করেন।	[য. ১৭, দি. '১৬]
যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)	দেশপ্রেমিককে সবাই ভালোবাসে।	[দি. '১৬]
ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী। (যৌগিক)	ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।	[দি. '১৬]
আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়। (অস্তিবাচক)	আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ।	[দি. '১৬]
এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)	এখানে আমি অল্পদিন আগে এসেছি এমন নয়।	[দি. '১৬]
ভুল সবার হয়। (প্রশ্নবোধক)	ভুল কি সবার হয় না?	[দি. '১৬]
দোষ করেছে অতএব শাস্তি পাবে। (জটিল)	যেহেতু দোষ করেছে, সুতরাং শাস্তি হবে।	[দি. '১৬]
যে অন্ধ তাকে আলো দাও। (সরল)	অন্ধজনে আলো দাও।	[দি. '১৬]
মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক)	মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।	[দি. '১৭]
কীর্তিমানের মৃত্যু নেই। (জটিল)	যারা কীর্তিমান, তাদের মৃত্যু নেই।	[দি. '১৭, ব. ১৭]
সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা)	সদা সত্য কথা বলবে।	[দি. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
আমার কেনা বইটি খুব দামি। (জটিল)	যে বইটি আমি কিনেছি, সেটি খুব দামি।	[ঢা. ১৭]
দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক)	দশ মিনিট অতিক্রান্ত হল, তারপর ট্রেন এলো।	[ঢা. ১৭]
পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক)	পৃথিবী অস্থায়ী।	[ঢা. ১৭]
লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময়সূচক)	আহা! লোকটি কী দরিদ্র।	[ঢা. ১৭]
যে সত্য কথা বলে তাকে সকলেই ভালবাসে। (সরল)	সত্যবাদীকে সকলেই ভালবাসে।	[ঢা. ১৭]
কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না। (প্রশ্নবাচক)	অন্ধের দুঃখ কেউ কি বুঝল?	[ঢা. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)	তুমি দীর্ঘজীবী হও।	[কু. ১৭]
ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)	যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।	[কু. ১৭]
ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক)	ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।	[কু. ১৭]
যদিও সে দরিদ্র, তথাপি সে চরিত্রবান। (যৌগিক)	সে দরিদ্র, কিন্তু চরিত্রবান।	[কু. ১৭]
এটি তারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়সূচক)	ছিঃ ছিঃ, এটি কী লজ্জার কথা!	[কু. ১৭]
এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক)	এতে দোষ কী?	[কু. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়েও অধম। (সরল)	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।	[রা. ১৭]
তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল)	যদিও তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু তিনি সুখী ছিলেন না।	[রা.১৭]
যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক)	পরিশ্রম কর, তবে ফল পাবে।	[রা. ১৭]
ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়বোধক)	বাহ্! ফুলটি কী সুন্দর।	[রা. ১৭]
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক)	বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?	[রা. ১৭]
মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক)	মানুষ অমর নয়।	[রা. ১৭, ব. ১৭]
আমরা নড়রাম না। (অস্তিবাচক)	আমরা অনড় রইলাম।	[রা. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক)	কী সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশটা!	[সি. ১৭]
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলেই কাজ কর।	সি. ১৭]
সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিবাচক)	সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।	[সি. ১৭]
লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট/অভদ্র নয়। (সরল)	লোকটি অশিক্ষিত হয়েও অশিষ্ট/অভদ্র নয়।	[সি. ১৭]
লোকটি গরীব কিন্তু সৎ। (জটিল)	যে নির্বোধ তাকে এত বুঝিয়ো না।	[সি. ১৭]
নির্বোধকে এত বুঝিয়ো না। (জটিল)	যে নির্বোধ তাকে এত বুঝিয়ো না।	[সি. ১৭]
দুর্জনকে দূরে রেখো। (নির্দেশক)	দুর্জনকে দূরে রাখা উচিত।	[সি. ১৭]
হৈমন্তী কোন কথা বলিল না। (অস্তিবাচক)	হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।	[সি. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	
আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল)	যে আমার পথ দেখাবে, সে আমার সত্য।	[চ. ১৭]
বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। (নেতিবাচক)	বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি কঠিন হয় না।	[চ. ১৭]
তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক)	তুমি এই খাতায় লেখ।	[চ. ১৭]
ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক)	ফুল কি সকলেই ভালোবাসে না?	[চ. ১৭]
যখন মেঘ দর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে। (সরল)	মেঘ গর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।	[চ. ১৭]
শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)	শম্ভুনাথ এ কতায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।	[চ. ১৭]

প্রশ্ন : নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর করো : (যে কোনো পাঁচটি)

প্রদত্ত বাক্য	বাক্যান্তর	[সকল বো. ২০১৮]
সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক)	সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ নয় কি?	
বিপন্নদের সেরা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)	বিপন্নদের সেবা কর।	
রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক)	কী চমৎকার রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য!	
অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপন করব। (নেতিবাচক)	আমি ছাড়া কেউ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবে না।	
উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক)	উদারতা কৃপণদের অধর্ম।	
সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল)	যখন সূর্য উদিত হবে, তখন অমানিশা কেটে যাবে।	
যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল)	সংস্কৃতিবানরা শান্তিপ্রিয় হয়।	
যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক)	সে অশিক্ষিত কিন্তু দেশপ্রেমিক।	